যায়যায়দিন

তারিখ ... SEP 14 2006 ...
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৭

ছাত্রলীগের কোন্দলে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে ভাংচুর : ঢাবি ক্যাম্পাসে বোমা বিস্ফোরণ

চার নেতাকর্মী ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কৃত

ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার

ছাত্রলীগের কমিটি গঠন নিয়ে বিরোধের জের ধরে গতকালও সহিংস ঘটনা ঘটেছে। ওদিকে গত শনিবার মধুর ক্যান্টিনে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ ছাত্রলীগের চার নেতাকর্মীকে ইউনিভার্সিটি থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে। ছাত্রলীগের ক্যাডাররা গতকাল ঢাকা ইউনিভার্সিটির মধুর ক্যান্টিন ও সাংবাদিক সমিতির সামনে দু'দফা বোমা বিস্ফোরণ এবং রাতে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় অফিসের ভেতরে ছাত্রলীগের অফিস ভাংচুর করে। সেখানে দু'গ্রুপের সংঘর্ষে চারজন আহত হয়। পদবঞ্চিত গ্রুপের ক্যাডাররা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের নেতাকর্মীদের অফিস থেকে বের করে দিয়ে সেখানে তালা মেরে দেয়। ইউনিভার্সিটি থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কৃতরা হলো এসএম হলের পৃ২১ক২

ছাত্রলীগের কোন্দলে বঙ্গবন্ধু

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আবাসিক ও দর্শন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ফয়সাল, ভাষাতত্ত্ব বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র তারেক, ইসলামী শিক্ষা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র জিকো ও টিটো। তারা দু'জনই জিয়া হলের আবাসিক ছাত্র। বহিষ্কৃতদের সবাই ছাত্রলীগের নেতাকর্মী।

গত রাত ৮টার দিকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় অফিসের ভেতরে ছাত্রলীগের অফিসে সংগঠনের বর্তমান কমিটির নেতাদের গ্রুপের সঙ্গে পদবঞ্চিত গ্রুপের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ বাধে। এতে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির দফতর সম্পাদক নাসিম আল মোমিনসহ চার নেতা আহত হন। বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা সংগঠনের অফিসের টেবিল-চেয়ার ভাংচুর করে। এক পর্যায়ে পদবঞ্চিত গ্রুপের ক্যাডাররা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের নেতাকর্মীদের অফিস থেকে বের করে দেয়। পরে তারা সেখানে তালা মেরে দেয়। রাতে আওয়ামী লীগ নেতারা দু'গ্রুপকেই পার্টি অফিস থেকে বের করে দিলে তারা পার্টি অফিসের সামনে মিছিল-সমাবেশ করে।

এর আগে গতকাল ক্যাম্পাসে আতঙ্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটি সমর্থিত কর্মীরা ক্যাম্পাসে দু'দফা বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। প্রথমে তারা মধুর ক্যান্টিনের সামনে একটি ককটেল ফাটায়। এতে মেজবাহ নামে ছাত্রলীগ জিয়া হল শাখার এক নেতা গুরুতর আহত হন। তাকে দ্রুত ইউনিভার্সিটি মেডিকাল সেন্টারে ভর্তি করা হয়। এ সময় বিভিন্ন মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকরা মধুর ক্যান্টিনে অবস্থান করছিলেন। একই সময়ে মধুর ক্যান্টিনের সামনে সন্ত্রাসীরা আরেকটি বোমা নিক্ষেপ করলেও তা বিস্ফোরিত হয়নি। পরে পুলিশের বোমা বিশেষজ্ঞ দল তা নিষ্ক্রিয় করে। এর পর দুপুর ২টার দিকে সন্ত্রাসীরা টিএসসিতে সাংবাদিক সমিতির সামনে দুটি

মধুর ক্যান্টিনের সামনে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের বোমা হামলার পরপরই ছাত্রদল এর প্রতিবাদে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

শনিবারের হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্যরা গতকাল ছাত্রলীগের সব সাংগঠনিক সংবাদ বর্জন কর্মসূচি করে। এর আগে ঘটনার দিন রাতে সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইমামুল হক শামীম বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। এর আসামির হলো ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল রানা টিপু, সহসভাপতি আলাউল ইসলাম সৈকত, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জসীম উদ্দীন হলের যুগ্ম সম্পাদক রাজীব, কেন্দ্রীয় কমিটির গণশিক্ষা সম্পাদক আবু আব্বাস ভূঁইয়া, পাঠাগার সম্পাদক নূরুজ্জামান, ভাষাতত্ত্ব বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র তারেক, দর্শন চতুর্থ বর্ষের ছাত্র ও এসএম হলের আবাসিক ছাত্র ফয়সাল, আশরাফুর রহমান, মহসীন হল ছাত্রলীগের সহসভাপতি মিজানুর রহমান, জিয়া হলের জিকো ও টিটো।

মামলার আসামিদের কাউকেই গতকাল ক্যাম্পাসে দেখা যায়নি। সূত্র জানায়, গ্রেফতার এড়াতে তারা গা-ঢাকা দিয়েছে। তবে তারা তাদের বিরুদ্ধে সংবাদ না ছাপানোর জন্য সাংবাদিকদের ক্রমাগত মোবাইল ফোনে হুমকি দিচ্ছে। গত শনিবার রাতে সাংবাদিক সমিতির নেতারা ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. এসএমএ ফায়েজের সঙ্গে তার বাসভবনে দেখা করেন। এ সময় ইউনিভার্সিটির প্রক্টর প্রফেসর আ.কা. ফিরোজ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। সমিতির নেতারা হামলাকারী ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কারের দাবি জানান। এরপর গতকাল রবিবার ভিসি অফিসে অনুষ্ঠিত এক জরুরি সভায় চারজনকে